কারাগারে আর্সেন লুপিন

—মরিস লাঁবলা

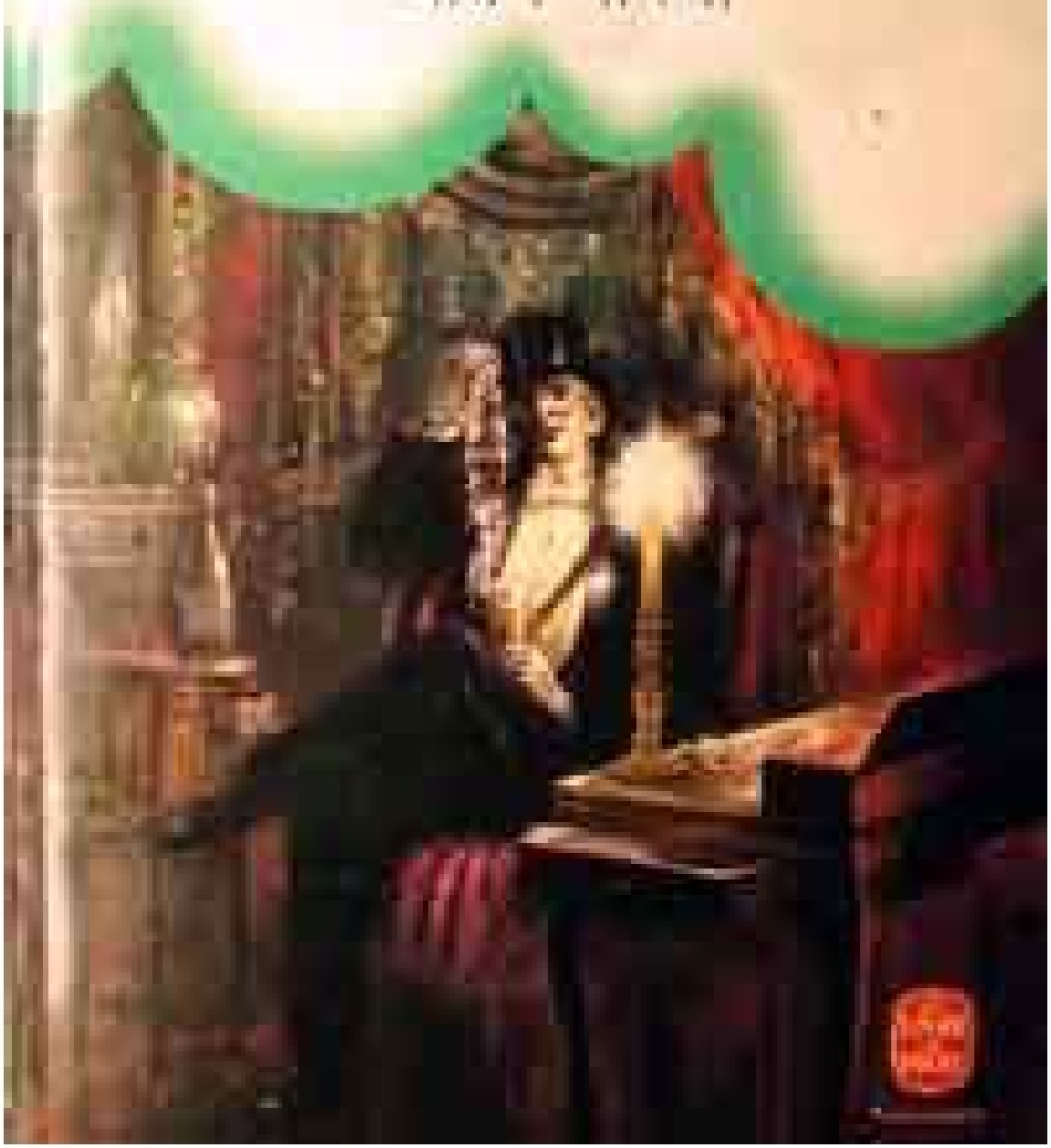

www.BanglaBook.org

কারাগারে আর্সেন লুপিন

□ Arsene Lupin in Prison □

মরিস লেব্‌লাঁ

মাঝ নদীতে পাহাড়ের মাথায় মালাকুইস পরিবারের মধ্যযুগীয় ছোট মাপের দুর্গটি অবস্থিত। সীন নদীর দুই তীরে যারা হেঁটে বেড়ায় তাদের প্রত্যেকেই জুমিজস্‌ ও স্যাঁৎ-ওয়াঁদ্রিল-এর ধ্বংস-স্তূপের মাঝখানে এই দুর্গটিকে অবশ্যই দেখেছে। একটা সেতু দিয়ে দুর্গটা রাস্তার সঙ্গে যুক্ত। যে গ্রানিট পাথরের উপর দুর্গটা স্থাপিত, দেখে মনে হয় দুর্গের গম্বুজগুলিও সেই একই পাথর দিয়ে তৈরি; প্রকাণ্ড একটা পাথরের চাঙড় যেন প্রকৃতির এক প্রচণ্ড বিস্ফোভের ফলে পর্বত-শিখর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উড়ে এসে এখানে পড়েছিল। চারদিকে নল বনের ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে প্রশস্ত নদীটার শান্ত ঢেউ, আর খঞ্জন পাখির দল শান্ত হয়ে বসে আছে জলে ভেজা টুকরো পাথরগুলোর উপরে। মাকুইস পরিবারের ইতিহাস এই নামটার মতই কঠিন ও কঠোর, দুর্গটার রূপরেখার মতই রুক্ষ, আর অসংখ্য যুদ্ধ, অবরোধ, আক্রমণ, লুণ্ঠন ও হত্যার এক ভয়াবহ সমাহার। সেখানে যে সব অপরাধ সংঘটিত হয়েছে সারা কয় দেশে গভীর রাতে কম্পিত বুকে তারই গল্প বলা হয়। গড়ে উঠেছে কত রহস্যময় রূপকথা। লোকে বলে, একটা বিখ্যাত ভূ-গর্ভ পথ সেখান থেকে চলে গেছে জুমিজস্‌ মঠে এবং সপ্তম চার্লস-এর প্রিয় এগনেস সোরেল-এর জমিদার-বাড়িতে।

মহাবীর ও দস্যুদের এককালের আড্ডা এই দুর্গটিতে এখন বাস করে ব্যারণ নাথান কাহ্‌ণে, প্যারিসের টাকার বাজার বুর্স-এ যার প্রচলিত নাম ব্যারণ শয়তান, কারণ সেখান থেকেই নাকি সে রাতারাতি বড়লোক বনে গিয়েছিল। মালাকুইস-এর সর্বস্বান্ত মালিকরা পিতৃপুরুষের এই বাসভবনটিকে জলের দামে তার কাছে বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিল। এখানেই সে প্রতিষ্ঠা করেছে ছবি ও আসবাবপত্র, মৃৎপাত্র ও খোদাই মূর্তির এক আশ্চর্য সংগ্রহশালা। তিনটি বুড়ো চাকরকে নিয়ে সে এখানেই একাকি বাস করে। কেউ কোনদিন তার দরজা মাড়ায় না। সব ধনী ক্রেতাদের চোখের সামনে কেবলমাত্র টাকার জোরে নিলাম-ঘর থেকে যে সব দুর্লভ ও দুর্মূল্য প্রত্নবস্তু কিনে নিয়ে সে এই দুর্গের পুরনো হলঘরটাকে সাজিয়েছে, কেউ কোনদিন সেগুলো চোখেও দেখে নি।

ব্যারণ শয়তান সব সময় ভয়ে ভয়ে দিন কাটায়। ভয়টা নিজের জন্য নয়, ভয় সেই সব ঐশ্বর্যের জন্য যা সে সঞ্চয় করেছে বিরামহীন প্রচেষ্টায় আর প্রত্ন-বস্তু সংগ্রাহকের সীমাহীন ধৈর্য ও কুশলতায়। এই সব প্রত্ন-বস্তুকে সে ভালবাসে কৃপণের মত লোভে, আর প্রেমিকের মত ঈর্ষায়।

www.BanglaBook.org

প্রত্যহ সূর্যাস্তের সময় সেতুর দুই প্রান্তের এবং প্রধান কক্ষের দুই দরজার চারটি লোহার দরজাকে তালাবন্ধ করে হুড়কো তুলে দেওয়া হয়। সামান্য মাত্র ছোঁয়া লাগলেই সবগুলি বৈদ্যুতিক ঘণ্টার শব্দ নিস্তব্ধতাকে ভেঙে খান খান করে দেয়। সীন নদীর দিক থেকে ভয়ের কিছু নেই, কারণ পাহাড়টা জল থেকে খাড়া উঠে গেছে।

সেপ্টেম্বরের এক শুক্রবারে ডাক-হরকরা যথারীতি সেতুর মুখে এসে হাজির হল। আর প্রতিদিনের নিয়মমাফিক ব্যারণ নিজে এসে ভারী দরজাটা খুলে দিল।

লোকটিকে সে এমনভাবে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল যেন অনেক বছর পরে সেই সদানন্দ মুখখানি আর কুশলী চোখ দুটি সে দেখে নি। লোকটি হেসে বলে উঠল :

"আমি এসেছি মঁসিয়ে ব্যারণ। অন্য কেউ আমার টুপি ও কুর্তা পরে আসে নি।"

"কিছুই বলা যায় না!" কাহর্ণ তো-তো করে বলল।

ডাক-হরকরা এক বাণ্ডিল খবরের কাগজ তার হাতে দিল। তারপর বলল :

"এই দেখুন মঁসিয়ে ব্যারণ, আপনার জন্য একটা বিশেষ কিছু এনেছি।"

"বিশেষ কিছু? কি বলছ তুমি?"

"একটা চিঠি···তাও আবার রেজিস্ট্রি চিঠি!"

সকলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যারণের কোন বন্ধু নেই, তাকে নিয়ে কারও কোনরকম টান নেই, ব্যারণও কোনদিন কোন চিঠি পায় না; হঠাৎই তার মনে হল যে এটা একটা অশুভ ঘটনা; তাই সে খুবই বিরক্ত বোধ করতে লাগল। কে এই রহস্যময় পত্র-লেখক যে এই নির্জন আরামেও তাকে জ্বালাতে এসেছে?

"আপনার স্বাক্ষরটা যে করতে হবে মঁসিয়ে ব্যারণ।"

অভিশাপ দিতে দিতে সে রসিদে সই করে দিল। সে চিঠিটা হাতে নিল, ডাক-হরকরা রাস্তার মোড়ে অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল, তারপর দু'চারবার পায়চারি করে সেতুর আলসায় ভর দিয়ে খামটা খুলল। তার ভিতরে এক তা রুল-করা কাগজ; তার মাথার উপরে লেখা :

"সাঁৎ কারাগার, প্যারিস।"

স্বাক্ষরটার দিকে তাকাল :

"আর্সেন লুপিন।"

সম্পূর্ণ হতবাক হয়ে সে পড়তে লাগল :

"মঁসিয়ে ব্যারণ,—আপনার দু'টি বৈঠকখানার মধ্যে সংযোগকারী গ্যালারিতে ফিলিপ্প দ শ্যাম্পেন-এর আঁকা একটা ছবি আছে; ছবিটির কাজ অতি চমৎকার, আমার খুব প্রিয়। আপনার রুবেন্স চিত্রাবলী এবং দুটি ওয়াত্তো চিত্রাবলীর ছোটটিও আমার পছন্দমাফিক। বৈঠকখানার ডান দিকে দেখতে পাচ্ছি ত্রয়োদশ লুই-এর টেবিল, বুভয়ই-য়ের পর্দা, রেনেসাঁ সিন্দুক এবং আরও অনেক কিছু। বাঁদিকের ঘরে আছে একটা বাক্সভর্তি ছোট অলংকার ও ছোট ছোট ছবি।

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"এবারের মত এই সব জিনিসগুলি পেলেই আমি সন্তুষ্ট হব ; আমি মনে করি এ সব কিছুই আপনি সহজেই বিক্রি করতে পারেন। সুতরাং আমি আপনাকে জানাতে চাই যে আপনি জিনিস-গুলিকে ভালভাবে প্যাক করে ডাকমাশুলে দিয়ে আমার নামে 'গোয়ার দ বাতিগনোলো'-তে সপ্তাহের এই দিনে বা তার আগেই পাঠিয়ে দিন ; অন্যথায় এ মাসের ২৭ তারিখ রাতে জিনিসগুলো যাতে সরানো হয় তার ব্যবস্থা আমিই করব। অবশ্য দ্বিতীয় প্রস্তাবের বেলায় আমি কিন্তু কেবলমাত্র উপরে উল্লিখিত জিনিসগুলি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকব না।

আপনার এই অসুবিধা ঘটানোর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি ; আর বিশ্বাস করুন

আমি আপনার একান্ত অনুগত

আর্সেন লুপিন।"

"পুনশ্চ— দুটি ওয়াত্তোর বড়টি আমাকে কিছুতেই পাঠাবেন না। যদিও সেটার জন্য আপনি নিলাম-ঘরে ত্রিশ হাজার ফ্রাঁ গুণে দিয়েছিলেন, তবু সেটা একটা অনুলিপি মাত্র, মূল চিত্রাবলীটা বারাস-এর অগ্নিকাণ্ডে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। গারাত-এর অপ্রকাশিত স্মৃতি-কথা দ্রষ্টব্য।

"পঞ্চদশ লুইয়ের চাবির কিছের জন্যও আমার কোন মাথা ব্যথা নেই, কারণ ওটার প্রামাণ্যতাও অত্যন্ত সন্দেহজনক বলেই আমি মনে করি।"

www.BanglaBook.org

চিঠিটা ব্যারণ কাহ্ণকে খুবই বিচলিত করে তুলল। চিঠিতে যদি অন্য কারও স্বাক্ষর থাকত তাহলে সে খুবই ভয় পেত। কিন্তু এটা যে স্বয়ং আর্সেন লুপিন কর্তৃক স্বাক্ষরিত !...

ব্যারণ সংবাদপত্রের নিয়মিত পাঠক, চুরি-ডাকাতির নামে যা কিছু চলে সবই সে জানে, নারকীয় সিঁদেল চোরদের কীর্তি-কাহিনী সে অনেক শুনেছে। সে ভালভাবেই জানে, লুপিনের শত্রু গানিমাড তাকে আমেরিকায় গ্রেপ্তার করেছে ; এখন সে তালা-বন্দী অবস্থায় আছে ; আর তার বিচারের প্রাথমিক উদ্যোগ-আয়োজন চলছে ...নিঃসন্দেহে নানা বাধা-বিঘ্নের ভিতর দিয়ে! কিন্তু সে আরও জানে যে আর্সেন লুপিন যা খুশি তাই করতে পারে। তাছাড়া, দুর্গের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ, এবং ছবি ও আসবাবপত্র সাজানোর ব্যবস্থার সঠিক জ্ঞানই তো তার দুর্জয় ক্ষমতার লক্ষণ। যে সব জিনিস কেউ কোন দিন চোখেও দেখে নি তার খবর লুপিনকে কে দিল ?

ব্যারণ চোখ দুটি তুলে মালাকুইস-এর ভ্রূকুটি-কুটিল রূপরেখার দিকে, তার খাড়া বেদীর দিকে, চারদিকের গভীর জলের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। একবার ঘাড় নাড়ল। না, বিপদের কোন সম্ভাবনা নেই। যে দুর্ভেদ্য দুর্গের মধ্যে তার সংগৃহীত বস্তুগুলি রক্ষিত আছে পৃথিবীর কোন মানুষ সেখানে ঢুকতে পারবে না।

পৃথিবীর কেউ হয়তো পারবে না ; কিন্তু আর্সেন লুপিন ? দরজা, টানা সেতু, দেয়াল—এ সব কি আর্সেন লুপিনকে ঠেকাতে পারে ? আর্সেন লুপিন যদি একবার স্থির করে যে কোন একটা জিনিস

www.BanglaBook.org

হস্তগত করবে, তাহলে অত্যন্ত সূক্ষ্ম কলা-কৌশলসমন্বিত বাধা, অতীব সুপরিকল্পিত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা কবে কোন্ কাজে লেগেছে ?....

সেই সন্ধ্যায়ই রুয়েন-এর সরকারী উকিলকে সে চিঠি লিখল। তার সঙ্গে জুড়ে দিল ভয়-দেখানো চিঠিটা আর নিরাপত্তার দাবী।

অবিলম্বে উত্তর এল : উল্লেখিত আর্সেন লুপিন সেই মুহূর্তে বন্দী হয়ে আছে সাঁতে-র কারাগারে ; সেখানে তাকে কঠোর পাহারায় রাখা হয়েছে ; তাকে কিছুই লিখতে দেওয়া হয় না। সুতরাং চিঠিটা নিশ্চয় কোন ধোঁকা-বাজের লেখা। তার প্রমাণ তো সব কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছে : যুক্তি, সাধারণ বিচার-বিবেচনা আর বাস্তব ঘটনা।

যাই হোক, আরও নিশ্চিত হতে চিঠিটা পাঠানো হয়েছিল একজন হস্তলিপি-বিশেষজ্ঞের কাছে ; তিনি জানালেন, কয়েকটা বিষয়ে মিল থাকলেও চিঠিটা বন্দীর লেখা নয়।

"কয়েকটা বিষয়ে মিল থাকলেও"—কেবল এই কয়েকটা শব্দই ব্যারণের চোখে পড়ল, আর সেটাকেই তার মনে হল একটা সন্দেহের স্বীকৃতি বলে ; আর সেটাই তো পুলিশের হস্তক্ষেপের পক্ষে যথেষ্ট কারণ। তার ভয়টা ক্রমেই বেড়ে চলল। চিঠিটা সে বার বার পড়ল। "আমি নিজেই জিনিস-গুলো সরাবার ব্যবস্থা করব। আর সেই নির্দিষ্ট দিনটি, ২৭শে সেপ্টেম্বর বুধবার রাতে !"

স্বভাবতই ব্যারণ সন্দেহপ্রবণ ও চুপচাপ স্বভাবের মানুষ ; চাকরদের কাছে সে সাহস করে মন খুলে সব কথা বলতে পারল না ; তাদের আনুগত্যকে সে সন্দেহের অতীত বলে মনে করে না। তথাপি, অনেক বছর পরে এই প্রথম কারও সঙ্গে কথা বলার, কারও পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজন সে উপলব্ধি করল। নিজের দেশের পুলিশ কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ায়, নিজের অর্থ-সামর্থ্য দিয়ে আত্মরক্ষার কোন আশাও তার ছিল না ; তাই সে ভাবল, প্যারিসে গিয়ে কোন বেসরকারী গোয়েন্দা বা অন্য কারও সাহায্য চাইবে।

দুই দিন পার হয়ে গেল। তৃতীয় দিন ঘরে বসে খবরের কাগজটা পড়তে পড়তে সে খুশিতে চমকে উঠল। "রেভিল দ কদেবেক"-এ নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি তার চোখে পড়ল :

"গোয়েন্দা বিভাগের অন্যতম প্রবীণ সদস্য চিফ-ইন্সপেক্টার গানিমার্ড-কে প্রায় তিন সপ্তাহ যাবৎ আমাদের অতিথি-তালিকার অন্তর্ভুক্ত করতে পেরে আমরা খুবই আনন্দিত। তার সাম্প্রতিক কালের শেষ অবদান আর্সেন লুপিনের গ্রেপ্তার তাকে এনে দিয়েছে সর্ব-ইউরোপীয় খ্যাতি ; তাই প্রচণ্ড পরিশ্রমের পরে কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম নিতে তিনি এখন কিছুদিন ছুটি কাটাচ্ছেন সীন নদীতে ব্লিক ও গাজিয়ন মাছ ধরে।"

গানিমার্ড ! এই মানুষটিকেই তো ব্যারণ কাহর্ণ চাইছিল। ধূর্ত, ধৈর্যশীল গানিমার্ড ছাড়া আর কে পারবে লুপিনের পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিতে ?

ব্যারণ আর সময় নষ্ট করল না। ছোট শহর কদেবেক হাঁটা-পথে চার মাইল। নিরাপত্তার আশায় উত্তেজিত হয়ে সে জোরে জোরে পা ফেলে পথটা পার হল।

www.BanglaBook.org

চিফ-ইন্সপেক্টরের ঠিকানা যোগাড় করার অনেক ব্যর্থ চেষ্টার পরে সে সোজা চলে গেল "রেভিল" পত্রিকার আপিসে। সেখানে প্রতিবেদন লেখকটির সঙ্গে দেখা করতে সে বলল :

"গানিমার্ড ! সে কি, সোজা চলে যান জাহাজ-ঘাটায় ; সেখানেই তাকে পাবেন বড়শি হাতে নিয়ে মাছ ধরছেন। সেখানেই তো তাকে দেখতে পেয়েছিলাম, আর হঠাৎই তার ছিপের গায়ে লেখা নামটা চোখে পড়ে গিয়েছিল। ঐ দেখুন, ঐ তো তিনি, ফ্রক-কোট ও খড়ের টুপি মাথায় ছোটখাট মানুষটি গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছেন।"

"ফ্রক-কোট আর খড়ের টুপি ?"

"হ্যাঁ। অদ্ভুত লোক, কদাচিৎ মুখ খোলেন, স্বভাবটিও একটু খিটখিটে।"

পাঁচ মিনিট পরে ব্যারণ হাজির হল বিখ্যাত গানিমার্ডের সম্মুখে ; নিজের পরিচয় দিয়ে আলাপ জমাবার চেষ্টা করল। সে চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে নিজেই খোলাখুলি বিষয়টা তুলল।

অপরজন কান পেতে শুনল, একটা মাংসপেশীও নাড়াল না, বা জল থেকে চোখও তুলল না। তারপর ব্যারণের দিকে মাথাটা ঘুরিয়ে তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত গভীর সহানুভূতির সঙ্গে দেখে নিয়ে বলল :

"মহাশয়, যাকে লুঠ করবে তাকেই সাবধান করে দেওয়াটা তো চোর-ডাকাতদের রীতি নয়। বিশেষ করে আর্সেন লুপিন তো কখনই সে ধরনের বড়াই করে না।"

"তবু..."

www.BanglaBook.org

"মহাশয়, বিশ্বাস করুন, আমার যদি তিলমাত্রও সন্দেহ থাকত, সেই আদরের লুপিনকে আরও একবার বেড়ি পরাতে পারলে অন্য কোন কিছুই চিন্তা করতাম না। দুর্ভাগ্যক্রমে, যুবকটি ইতিমধ্যেই কারাগারে ঢুকে গেছে।"

"ধরুন, তিনি যদি পালিয়ে যান ?"

"সাতে থেকে কেউ পালাতে পারে না।"

"কিন্তু লুপিন ?"

"লুপিন তো আর দশজনেরই একজন।"

"তবু...."

"খুব ভাল কথা, সে যদি পালিয়েই যায়, সে তো আরও ভাল ; আমি তাকে আবার ধরব। ইতিমধ্যে আপনি যতখুশি নিদ্রা দিন, ভয়-ডর ভুলে যান।"

কথাবার্তা শেষ হল। ব্যারণ বুঝতে পারল যে গানিমার্ডকে দিয়ে কিছু হবার নয়। সেও বাড়ি ফিরে গেল। নিজেই দরজার হুড়কো লাগাল, চাকরদের উপর নজর রাখল, আরও আটচল্লিশ ঘণ্টা কেটে গেল, আর ততদিনে সে নিজেকে বোঝাতে পারল যে তার সব ভয়-ভাবনা নেহাৎই অমূলক। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই : গানিমার্ডই তো বলে দিয়েছে, চোর-ডাকাতরা যাদের লুঠ করে কখনও তাদের সতর্ক করে দেয় না।

www.BanglaBook.org

দিন এগিয়ে এল। ছাব্বিশ তারিখ মঙ্গলবার সকালে বিশেষ কিছুই ঘটল না। কিন্তু বিকেল তিনটের সময় একটি ছোকরা ঘণ্টাটা বাজিয়ে তার হাতে এই টেলিগ্রামটা তুলে দিল :

"কাল রাতের জন্য সব কিছু প্রস্তুত রাখবেন।

আর্সেন।"

আবারও কাহর্পের মাথাটা এতই ঘুরে গেল যে সে নিজেকেই জিজ্ঞাসা করল, এ পরিস্থিতিতে আর্সেন লুপিনের দাবীটা মেনে নেওয়াই ভাল কি না।

সে ছুটে গেল কদেবেক-এ। গানিমার্ড ঠিক আগের জায়গাতেই একটা টুলের উপর বসে মাছ ধরছিল। কোন কথা না বলে ব্যারন টেলিগ্রামটা তার হাতে তুলে দিল।

"ব্যাপার কি?" গোয়েন্দা শুধাল।

"ব্যাপার কি মানে? সেটা তো কালই ঘটবে।"

"সেটা মানে?"

"চুরি। আমার সংগ্রহশালায় চুরি!"

গানিমার্ড তার দিকে ফিরে বসল। দুই হাত বুকের উপর ভাঁজ করে রেখে অসহিষ্ণু গলায় বলে উঠল :

"সে কি? আপনি কি সত্যি মনে করেন যে এইসব বাজে ব্যাপার নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে বসব?"

www.BanglaBook.org

"বুধবার রাতটা আমার দুর্গে কাটাতে আপনি কত টাকা ফি নেবেন?"

"একটা পেনিও না। আমাকে বিরক্ত করবেন না।"

"আপনার দরটা বলুন। আমি একজন ধনী লোক। খুব ধনী।"

প্রস্তাবটা শুনে গানিমার্ড হকচকিয়ে গেল। আরও শান্তভাবে সে বলল :

"আমি এখানে এসেছি ছুটি কাটাতে; আমার কোন অধিকার নেই…"

"কেউ জানতে পারবে না। কথা দিচ্ছি, যাই ঘটুক না কেন, আমি চুপ করে থাকব!"

"ওহো, কিছুই ঘটবে না!"

"আচ্ছা, তাহলে শুনুন : তিন হাজার ফ্রাঁতে কি হবে?"

ইন্সপেক্টর এক টিপ নস্য নিল; একটু ভাবল; তারপর বলল :

"ঠিক আছে। কিন্তু আপনাকে বলে দেওয়া ভাল যে টাকাটা আপনি জলে ফেলে দিচ্ছেন।"

"তাতে কি হল।"

"সেক্ষেত্রে…তাছাড়া, লুপিনের মত একটা শয়তানের ব্যাপারে কিছুই বলা যায় না! তার হুকুমের অপেক্ষায় নিশ্চয় একটা পুরো দলই আছে।…আপনার চাকর-বাকরদের সম্পর্কে আপনি নিশ্চিত তো?"

"দেখুন, মানে আমি…"

www.BanglaBook.org

"তাহলে তাদের উপর আমরা নির্ভর করছি না। আমার নিজের দু'জনকে আমি তার করে দিচ্ছি; তাতেই আমরা নিরাপদ বোধ করব···এবার আপনি চলে যান; আমাদের দু'জনকে কেউ যেন একসাথে দেখতে না পায়। কাল সন্ধ্যায়, নটার সময়।"

আর্সেন লুপিনের নির্দিষ্ট দিন সকালে ব্যারণ কাহ্ণ তার সব অস্ত্রশস্ত্র নামিয়ে আনল, পিস্তলগুলি পরিষ্কার করল, মালাকুইসের সর্বত্র তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করল, কিন্তু কোথাও সন্দেহজনক কিছুই পেল না।

সন্ধ্যা সাড়ে আটটায় চাকর-বাকরদের রাতের মত ছুটি দিয়ে দিল। দুর্গের পিছন দিকে রাস্তা-মুখী একটা ঘরে তারা ঘুমোত। বাড়িতে একেবারে একা হওয়া মাত্রই ব্যারণ আস্তে আস্তে চারটে দরজাই খুলে দিল। একটু পরেই সে পায়ের শব্দ শুনতে পেল।

গানিমার্ড তার সহকারীদের পরিচয় করিয়ে দিল; দু'টি শক্ত-সমর্থ লোক, বৃষস্কন্ধ, শক্ত ও সবল দু'টি হাত; তারপর কিছু তথ্য জেনে নিল। বাড়িটার অবস্থান বুঝে নিয়ে যে সব পথে আলোচ্য ঘর দুটিতে প্রবেশ করা যায় সেগুলিকে ভাল করে আটকে দিল। সব দেয়াল পরীক্ষা করল, পর্দাগুলি তুলে দেখল, তারপর তার গোয়েন্দাদ্বয়কে কেন্দ্রীয় গ্যালারিতে মোতায়েন করে দিল: "কোনরকম বাজে কাজ করবে না, বুঝলে? এখানে ঘুমতে আস নি। কোনরকম শব্দ কানে এলেই বড় ঘরের জানালা খুলে আমাকে ডাকবে। জলের দিকটাতেও নজর রাখবে। ত্রিশ ফুট খাড়া পাহাড়কে ঐ দাগী শয়তানরা ভয় করে না।"

www.BanglaBook.org

তাদের ঘরের ভিতর রেখে দরজায় তালা দিয়ে চাবিটা নিজের কাছে রেখে ব্যারণকে বলল, "এবার আমাদের জায়গায় চলুন।"

রাত কাটাবার জন্য ব্যারণ সবচাইতে ভাল জায়গাটাই বেছে নিয়েছিল; ছোট ঘরটা পুরু দেওয়ালের দুটো বড় জানালার ঠিক মাঝখানে অবস্থিত। এক সময় এটাই ছিল নজরদারের ঘর। দুটো ঘুলঘুলির একটা খোলা সেতুর দিকে, অপরটা বড় ঘরের দিকে। এক কোণে কি একটা আছে যেটা দেখতে একটা কুয়োর মুখের মত।

"আপনি তো আমাকে বলেছিলেন মঁসিয়ে ব্যারণ যে এই কুয়োটাই ভূ-গর্ভস্থ পথে যাবার একমাত্র মুখ, আর কতকাল ধরে যে এটা বন্ধ হয়ে আছে সেকথা কারও মনে পড়ে না, তাই নয় কি?"

"হ্যাঁ।"

"সুতরাং ভূগর্ভ-সুড়ঙ্গে ঢোকার আর কোন পথ যদি থাকেই যার খবর একমাত্র আর্সেন লুপিন ছাড়া আর কেউ জানে না এবং আর্সেন লুপিনের পক্ষেও জানা প্রায় অবাস্তব, তাহলে মনের দিক থেকে আমরা অনেকটা স্বস্তি বোধ করতে পারি।"

তিনটে চেয়ারকে পর পর সাজিয়ে বেশ আরাম করে, পা ছড়িয়ে বসে গানিমার্ড পাইপটা ধরিয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল:

"বিশ্বাস করুন মঁসিয়ে ব্যারণ, এই ছোট ঘরটাকে কেন্দ্র করে একটা নতুন কাহিনী গড়ে তুলতে

www.BanglaBook.org

আমি খুবই ব্যাকুল হয়ে উঠেছি, কারণ এখানেই আমার জীবনের অবসান ঘটাতে চাই, আর সেই জন্যই এরকম একটা ছোট কাজ আমি হাতে নিয়েছি। সেই কাহিনীটাই আমাদের বন্ধু লুপিনকে আমি শোনাব, আর হাসতে হাসতে তার বুকটা ফেটে যাবে।"

ব্যারণ কিন্তু হাসল না ; কান খাড়া করে ক্রমবর্ধমান অস্থিরতার সঙ্গে নীরবতাকেই প্রশ্ন করতে লাগল। মাঝে মাঝেই কুয়োটার উপর ঝুঁকে কুয়োর ভিতরকার অন্ধকার হা-টার দিকে দৃষ্টিকে প্রসারিত করতে লাগল।

ঘড়িতে এগারোটা বাজল ; মধ্য রাত ; একটা।

হঠাৎ সে গানিমার্ডের হাতটা চেপে ধরল ; চমকে সেও জেগে উঠল।

"শুনতে পাচ্ছেন ?"

"হ্যাঁ।"

"ওটা কি ?"

"আমি স্বয়ং, আমার নাক ডাকছে !"

"না, না, ভাল করে শুনুন।"

"ও, হ্যাঁ, একটা মোটরের হর্ণ।"

"তাহলে ?"

"তাহলে, লুপিন একটা মোটর গাড়িতে চেপে আসবে সেটা সম্ভবপর নয় ; তাহলে তো সে একটা গোটা গোলন্দাজ বাহিনী এনে আপনার দুর্গটাকে ভেঙে ধূলিসাত করে দিতেও পারে। সুতরাং আমি ঘুমতে চললাম মঁসিয়ে ব্যারণ। শুভরাত্রি !"

এটাই একমাত্র সতর্ক-বার্তা। গানিমার্ড পুনরায় ঘুমিয়ে পড়ল, তার উচ্চ, নিয়মিত নাক-ডাকা ছাড়া আর কিছুই ব্যারণের কানে এল না।

ভোর হলে তারা সেই কুঠুরি থেকে বেরিয়ে গেল। একটা গভীর প্রশান্তি, ভোরের নদীতীরের শান্ত দুর্গের উপর ছড়িয়ে আছে। আনন্দে উজ্জ্বল কাহর্ণ এবং যথাপূর্ব ধীর-স্থির গানিমার্ড সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল। একটা শব্দ নেই। সন্দেহ করার মত কিছু নেই।

"আপনাকে কি বলেছিলাম মঁসিয়ে ব্যারণ ? সত্যি, আপনার কাজটা নেওয়াই আমার উচিত হয় নি···আমার নিজেরই লজ্জা করছে···"

চাবিগুলো নিয়ে সে গ্যালারিতে ঢুকল।

শরীর ঝুঁকিয়ে, দুই হাত ঝুলিয়ে চেয়ারে বসে আছে দুই গোয়েন্দা, গভীর ঘুমে অচেতন।

"এসব হচ্ছেটা কি···" ইন্সপেক্টর গর্জন করে উঠল।

ঠিক সেই মুহূর্তে ব্যারণের কণ্ঠে উচ্চারিত হল একটা আর্ত-চীৎকার :

"কোথায় গেল সব ছবি !···আমার আসবাবপত্র !···"

শূন্য দেয়াল ও তার খালি পেরেক ও ঝোলানো দড়ির দিকে হাত বাড়িয়ে ব্যারণ হায়-হায় করতে

www.BanglaBook.org

লাগল। ওয়াল্তো ও রুবেন্স হাওয়া হয়ে গেছে! পর্দাগুলো উধাও, কাচের বাক্সে নেই একটাও অলংকার।

হতাশার উন্মাদের মত সে এখানে-সেখানে ছুটে বেড়াতে লাগল। ক্রোধে ও শোকে জিনিসগুলোর কেনা-দাম উল্লেখ করে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণের হিসাব কষল, টাকার অংক ক্রমেই বেড়ে চলল; আর সে সবই করা হল অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ বাক-বিন্যাসে। মেঝেতে পা ঠুকল, এখানে-সেখানে শরীর এলিয়ে বসে পড়ল; এক কথায়, এমন একটি সর্বস্বান্ত মানুষের আচরণ করতে লাগল যার আত্মহত্যা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

সেই মুহূর্তে যদি কোন কিছু তাকে এতটুকু সান্ত্বনা দিতে পারত সেটা হল গানিমার্ডের স্থবির চৈতন্যহীনতার দৃশ্য। দৃশ্যটা ব্যারণের একেবারে বিপরীত। ইন্সপেক্টর সম্পূর্ণ নিশ্চল। মনে হল, বিবর্ণ মুখে, বিস্মিত চোখে সে সব কিছু লক্ষ্য করছে। কি দেখছে? জানালাগুলি? সব বন্ধ। দরজার তালা? কেউ স্পর্শ করে নি। ছাদে একটা ফাটলও নেই। মেঝেতে একটা গর্তও নেই। সব কিছু অক্ষত অবস্থায় আছে। একটা অনিবার্য, সুপরিকল্পিত উপায়ে সমস্ত কাজটাকে অত্যন্ত শৃংখলার সঙ্গে সম্পন্ন করা হয়েছে।

হাল ছেড়ে দিয়ে সে বলে উঠল, "আর্সেন লুপিন···আর্সেন লুপিন!"

হঠাৎ সে দুই গোয়েন্দার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, মনে হল সে বুঝি ক্রোধে আত্মহারা হয়ে গেছে; দুজনকে চেপে ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ভীষণভাবে গালাগালি করতে লাগল। তবু তারা জেগে উঠল না!

www.BanglaBook.org

"হা ঈশ্বর!" গানিমার্ড বলে উঠল। "তাহলে কি এদের দুজনকেই···?"

তাদের উপর ঝুঁকে পড়ে একে একে দুজনকেই ভাল করে পরীক্ষা করল: দুজনই ঘুমন্ত, কিন্তু সেটা স্বাভাবিক ঘুম নয়। সে ব্যারণকে উদ্দেশ্য করে বলল:

"ওষুধ দিয়ে এদের ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে।"

"কিন্তু এটা কে করেছে?"

"নিশ্চয়ই সে··· অথবা তার দলবল, তারই হুকুমে। এ কৌশলটা তার নিজস্ব। তার হাতের কাজ আমি চিনি।"

"তাহলে তো আমি নাচার: কোন আশা নেই।"

"তা নেই।"

"এ তো জঘন্য; এ তো ভয়ংকর।"

"থানায় খবর দিন।"

"কি লাভ হবে?"

"চেষ্টা তো করা যাবে আইনেরও তো একটা জোর আছে।···"

"আইন? সে তো নিজেই দেখতে পাচ্ছেন··· আহা, এই মুহূর্তে যখন আপনার কাজ একটা

www.BanglaBook.org

সূত্রের খোঁজ করা, একটা কিছু আবিষ্কার করা, তখন আপনি নড়ে-চড়েও বসছেন না।"

"কোন কিছু আবিষ্কার করব, আর্সেন লুপিনের ব্যাপারে! কিন্তু প্রিয় মহাশয়, আর্সেন লুপিন কখনও কোন সূত্র রেখে যায় না! আর্সেন লুপিনের বেলায় সে সুযোগই নেই! আমি তো অবাক হতে শুরু করেছি যে আসলে আমেরিকাতে সে স্ব ইচ্ছায় আমার হাতে ধরা দিয়েছে কি না!"

"তাহলে তো আমার ছবিগুলো, আমার সব কিছু উদ্ধারের আশাই আমাকে ছেড়ে দিতে হবে! কিন্তু আমার সংগ্রহশালার মুক্তোগুলো সে চুরি করেছে। সেগুলো ফিরে পেতে আমি তো রাজার ঐশ্বর্য দিতেও রাজি আছি। তার বিরুদ্ধে কিছুই যদি করার না থাকে, তাহলে তার দামটা সে বলুক।"

গানিমার্ড স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল।

"এটা খুব ভাল প্রস্তাব। আপনি এটাকে মেনে চলবেন তো?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। কিন্তু আপনি এ কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন?"

"আমিও একটা কথা ভাবছি।"

"তদন্তে যদি কোন ফল না হয় তখন সেটা ভাবব··· কেবল আমার সম্পর্কে একটা কথাও কাউকে বলা চলবে না, অবশ্য যদি আপনি চান যে আমার প্রচেষ্টায় আমি যেন সফল হতে পারি।"

তারপর দাঁতে দাঁত চেপে গানিমার্ড আরও বলল:

"তাছাড়া, গর্ব করে বলার মত কিছুই তো আমার থাকছে না।"

www.BanglaBook.org

ঘুমন্ত মানুষ দুটি যেন ধীরে ধীরে চৈতন্য ফিরে পাচ্ছে; তাদের চোখে ফুটে উঠছে যাদুর ঘুম থেকে সদ্য জেগে ওঠা মানুষের বিহ্বল দৃষ্টি। বিস্মিত চোখ তুলে তারা সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করছে। গানিমার্ড তাদের প্রশ্ন করতে লাগল। কিছুই তারা মনে করতে পারল না।

"আর কিছু না হোক, তোমরা কাউকে অবশ্যই দেখেছ?"

"না। কাউকে না।"

"চেষ্টা কর, ভাব।"

"না, কাউকে না।"

"তোমরা কিছু পান করেছিলে কি?"

দুজনই একটু ভাবল; একজন উত্তর দিল:

"হ্যাঁ, জল পান করেছিলাম।"

"ওই বোতলটা থেকে?"

"হ্যাঁ।"

"আমিও কিছুটা পান করেছিলাম," অপরজন বলল।

গানিমার্ড জলটা শুঁকল, একটু মুখে দিল। বিশেষ কোন গন্ধ বা স্বাদ পেল না।

www.BanglaBook.org

তারপর বলল, "চল। বৃথাই আমরা সময় নষ্ট করছি। আর্সেন পুলিশের সৃষ্টি-করা সমস্যার সমাধান পাঁচ মিনিটে করা যায় না। কিন্তু জিঙ্গোর নামে বলছি, তাকে আমি পাকড়াও করবই! দ্বিতীয় শক্তি-পরীক্ষায় সে জয়ী হয়েছে। 'রবার'-এর খেলাটা আমি জিতব!"

সেইদিনই ব্যারণ কাহর্ণ একটা গুরুতর চুরির অভিযোগ আনল সাঁবে-র বিচারাধীন বন্দী আর্সেন লুপিনের বিরুদ্ধে।

ব্যারণ যখন দেখতে পেল যে পুরো মালাকুইসটাই সশস্ত্র সৈনিক, সরকারী উকিল, বিচারকারী ম্যাজিস্ট্রেট, সংবাদপত্রের প্রতিবেদন, এবং যে সব কৌতূহলী মানুষের কাজই হচ্ছে অকারণে সবকিছু নিয়ে হৈচৈ করা তাদের দখলে চলে গেছে, তখন চুরির ব্যাপারটা নিয়ে পুলিশের কাছে যাওয়ার জন্য ব্যারণ প্রায়ই দুঃখ প্রকাশ করত।

ইতিমধ্যেই মামলাটা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। আর্সেন লুপিনের নাম মানুষের কল্পনাকে এতদূর উত্তেজিত করে তুলেছে যে আজগুবি সব গল্প-কথায় সংবাদপত্রের পাতা ভরানো হচ্ছে আর সাধারণ মানুষ সেগুলি নির্বিচারে হজম করছে। সংবাদপত্র পড়েই পাঠকরা বিখ্যাত ভূগর্ভ-সুড়ঙ্গের কথা জানতে পেরেছে। আর সেই সব সংবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই সরকারী উকিল সেই দিকেই তল্লাসীর কাজ শুরু করে দিল। ভিত থেকে ছাদ পর্যন্ত দুর্গটাকে আগাগোড়া খোঁজা হল: দেয়ালের উপরকার কাঠের আবরণ ও চিমনি, আয়নার ফ্রেম আর সিলিং-এর কড়ি-বরগা সবকিছুই পরীক্ষা করা হল। মশালের আলোয় খোঁজারুরা মালাকুইসের কর্তাদের ভূগর্ভস্থ ভাণ্ডার-গুলোকেও তন্ন তন্ন করে খুঁজল; সব কর্তাব্যক্তিরা সেখানেই তো জমিয়ে রাখত তাদের সব খাদ্যসামগ্রি আর যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র। পাহাড়টার নাড়িভুঁড়ি পর্যন্ত ঠুকে ঠুকে দেখল। কিন্তু সবই পণ্ডশ্রম। তারা সুড়ঙ্গের চিহ্নমাত্র খুঁজে পেল না। কোন গুপ্তপথের অস্তিত্বই ছিল না।

সকলেরই এক উত্তর, ঠিক আছে। কিন্তু ছবি আর আসবাবগুলো তো ভূতের মত শূন্যে মিলিয়ে যেতে পারে না। সেগুলি দরজা-জানালা দিয়েই বেরিয়ে যায়; আর যারা সেগুলি পাচার করে তারাও দরজা-জানালা দিয়েই যাতায়াত করে। তারা কারা? কেমন করে তারা দুর্গে ঢুকল? আর বেরিয়েই বা গেল কেমন করে?

রুয়েন-এর সরকারী উকিল নিজের অক্ষমতা বুঝতে পেরে প্যারিসে পুলিশের সাহায্য চেয়ে পাঠাল। গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান কর্তা মঁসিয়ে দুদো তার অধীনস্থ একদল বাঘা গোয়েন্দাকে সেখানে পাঠিয়ে দিল। স্বয়ং আটচল্লিশ ঘণ্টার জন্য মালাকুইস পরিদর্শনে গেল, কিন্তু তাতেও বিশেষ কোন সুফল পাওয়া গেল না।

সেখান থেকে ফিরে এসেই বড় কর্তাটি চিফ-ইন্সপেক্টর গানিমার্ডকে ডেকে পাঠাল; অতীতে অনেকবারই তার কর্মক্ষমতাকে সে নিজের কাজে লাগিয়েছে।

গানিমার্ড নিঃশব্দে উপরওয়ালার নির্দেশগুলি শুনল; তারপর মাথা নেড়ে বলল, "আমার মনে

www.BanglaBook.org

হয় দুর্গের ভিতরে তল্লাসী চালালে আমরা ভুল পথেরই পথিক হয়ে থাকব। সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে অন্যত্র।"

"আর্সেন লুপিনের কাছে? তার অর্থ তুমি বিশ্বাস কর যে সেও এই চুরির একজন অংশীদার?"

"আমি তাই মনে করি। বরং আরও একটু এগিয়ে যেতে চাই, আমি এটাকেই নিশ্চিত বলে মনে করি।"

"দেখ গানিমার্ড, এটা তো অবাস্তব। আর্সেন লুপিন তো কারাগারে।"

"আর্সেন লুপিন কারাগারে আছে সেটা আমি মানছি। তার উপর কড়া নজর রাখা হয়েছে। সেটাও মানছি। কিন্তু তার দুই পায়ে লোহার বেড়ি পরালেও, তার দুই হাত বেঁধে মুখে চাপা দিলেও, আমার অভিমত ঐ একটাই।"

"কিন্তু তুমি এতটা জোর দিয়ে বলছ কেন?"

"কারণ এত বড় একটা বড় মাপের পরিকল্পনা করা এবং সেটাকে এমন সফলভাবে রূপায়িত করা যেমন এক্ষেত্রে হয়েছে, সেটা অন্য কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।"

"তুমি বলছ?"

"ঠিকই বলছি। সুড়ঙ্গ-পথের সন্ধান করে বা ঐ ধরনের আজেবাজে হৈ-চৈ করে কোন কাজ হবে না। আমাদের এই বন্ধুটি ও ধরনের কোন সেকেলে পথে কাজ-কারবার করে না। সে আধুনিক কালের মানুষ, বরং বলা যায় আগামীকালের মানুষ।"

www.BanglaBook.org

"তুমি তাহলে কি করতে চাও?"

"আমি বলি, আমাকে একটা ঘণ্টা লুপিনের সঙ্গে কাটাতে অনুমতি দিন।"

"এই কারা-কক্ষে?"

"হ্যাঁ। আমেরিকা থেকে সাগর পাড়ি দিয়ে আসার পথে আমাদের মধ্যে খুব ভাব হয়েছিল এবং একথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে তাকে গ্রেপ্তার করেছি বলেই আমাকে বন্ধু বলে গ্রহণ না করার মত মানুষ সে নয়। নিজের কোন অসুবিধা না ঘটিয়ে আমি যা জানতে চাইব সেটা যদি সে বলতে পারে তাহলে অকারণে সে আমাকে ভোগাবে না।"

দুপুরের ঠিক পরেই গানিমার্ডকে আর্সেন লুপিনের সেলে নিয়ে যাওয়া হল। লুপিন বিছানায় শুয়েই ছিল। মাথাটা তুলেই সানন্দে বলে উঠল, "আরে কি আশ্চর্য! প্রিয় গানিমার্ড এখানে!"

"একেবারে স্বয়ং।"

"স্বেচ্ছায় এখানে আসার পর থেকে অনেক কিছুর জন্যই আশায় ছিলাম, কিন্তু তোমাকে এখানে স্বাগত জানাবার মত সাগ্রহে আর কিছুই আশা করিনি।"

"তুমি বড় ভাল মানুষ!"

www.BanglaBook.org

"মোটেই না, মোটেই না। তোমাকে আমি পরম শ্রদ্ধার চোখেই দেখি।"

"শুনে গর্ববোধ করছি।"

"আমি হাজার বার বলেছি : গানিমার্ড আমাদের সেরা গোয়েন্দা। সেতো প্রায়—ভেবে দেখ আমি কত দিল-খোলা—হোমলক শিয়ার্সের (শার্লক হোমস?) সমকক্ষ। কিন্তু সত্যি আমি খুবই দুঃখিত যে এই টুপিটা ছাড়া আর কিছু তোমাকে এগিয়ে দিতে পারছি না। এমন কি যে কোন একটা পানীয় পর্যন্ত নয়। এক গ্লাস বীয়ার পর্যন্ত নয়। আমাকে ক্ষমা কর।"

গানিমার্ড হেসে টুপিই বসল। তার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়ে বন্দী খুশি মনে বলতে লাগল, "ক্ষোভের দোহাই, একজন ভাল মানুষের মুখ দেখলে কী যে ভাল লাগে! যে সব টিকটিকিরা দিনের মধ্যে কয়েকবার আমার সেল ও আমার পকেট হাতড়ে বেড়ায় আর জানতে চায় আমি পালাবার কোন ফন্দি আঁটছি কিনা তাদের দেখতে দেখতে চোখ একেবারে পচে গেল। আহা, সরকার আমাকে কত আদরই না করেন!"

"তারা তাদের বিচার মতই কাজ করে।"

"না, না! তারা যদি আমাকে নিরিবিলি থাকতে দিত তাহলেই আমি খুশি হতাম।"

"অপরের টাকায়।"

"তা তো বটেই। সে তো সহজ কথা। কিন্তু আমার ঠোঁট তো নড়েই চলেছে, যত সব আজেবাজে বকছি। নিশ্চয় তোমার খুব তাড়া আছে। বল গানিমার্ড কি হেতু তোমার আগমন?"

"কাহণের ব্যাপারে," গানিমার্ড আচমকা বলে ফেলল।

"থাম! একটু দাঁড়াও··· জান তো, আমার মাথায় এখন অনেক কিছু ঘুরছে! প্রথমে, আগে আমাকে খুঁজে নিতে হবে আমার মস্তিষ্কের কাহণ খোপটা··· আঃ, এই পেয়ে গেছি। কাহণ ব্যাপার, মালাকুইসদের প্রাসাদ-দুর্গ, সীন নদী দুই প্রস্থ রুবেন্স, এক প্রস্থ ওয়াত্তো, আরও কিছু টুকিটাকি।"

"টুকিটাকি!"

"হ্যাঁ, এসব তো ছোটখাট ব্যাপার। আমার হাতে অনেক বড় কাজ আছে। যাই হোক, তুমি যে এই ব্যাপারটাতে আগ্রহী সেটাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। চালিয়ে যাও গানিমার্ড।"

"তদন্তের কাজে আমরা কতদূর এগিয়েছি সেটা বলার কোন দরকার আছে বলে মনে করি না; দরকার আছে কি?"

"না, মোটেই নেই। আমি সকালের কাগজগুলো পড়েছি। আর তাই একথা বলতে পারি যে বেশী দূর এগোতে পারি নি।"

"ঠিক সেই জন্যই তোমার করুণা ভিক্ষা করতেই আমি এসেছি।"

"তোমার সেবা করতে আমি সর্বদাই প্রস্তুত।"

"প্রথম কথা এটা তোমারই কাজ, তাই তো?"

"শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত।"

www.BanglaBook.org

"রেজিস্ট্রি চিঠি ? টেলিগ্রাম ?"

"তোমার এই বন্ধুরই পাঠানো। বস্তুত, কোথাও না কোথাও রসিদগুলো আমার পাওয়া দরকার ছিল।"

সে ছোট টেবিলটার দেরাজ খুলে দুই টুকরো কাগজ বের করে গানিমার্ডের হাতে দিল।

গানিমার্ড চেঁচিয়ে বলল, "আরে ! আমি তো জানতাম তোমাকে কড়া পাহারায় রাখা হয়েছে, যেকোন অছিলাতে তোমাকে তল্লাসি করা হচ্ছে। আর এখন দেখছি তুমি খবরের কাগজ পড়ছ, ডাকঘরের রসিদও রেখে দিচ্ছ ...।"

"বাঃ ! এ লোকগুলোতো বোকার হদ্দ। তারা আমার ওয়েস্টকোটের লাইনিং কেটে দেখে, বুটের সুখতলা তুলে ফেলে, আমার সেলের দেয়ালে কান পাতে ; কিন্তু তারা এতই বোকা যে কেউ বিশ্বাস করতে চায় না এই সব সাধারণ জায়গায় কিছু লুকিয়ে রাখার মত নির্বোধ আর্সেন লুপিন নয়। আর সেটাই তো আমার ভরসা।"

গানিমার্ড আহ্লাদে আটখানা হয়ে চেঁচিয়ে বলল :

"কী মজার মানুষ হে তুমি ! তুমি তো আমাকেও ছাড়িয়ে গেছ। বস, পুরো গল্পটা আমাকে বল।"

"ওহো বলে দেব ! এত তাড়াতাড়ি তো হবে না ! আমার সব গোপন কথা তোমাকে জানিয়ে দেব---আমার ছোটখাট চালগুলি তোমাকে বলে দেব ? এটা তো খুব গুরুতর ব্যাপার।"

"তুমি আমার কথা রাখবে এ ভরসা করাটা কি আমার ভুল হয়েছে ?"

"তা নয় গানিমার্ড ; বেশ তো তুমি যখন বলছ...."

আর্সেন লুপিন দু'তিনবার সেলের মেঝেতে পায়চারি করে থামল। তারপর প্রশ্ন করল, "ব্যারণকে লেখা আমার চিঠিটা সম্পর্কে তোমার কি ধারণা ?

"আমার ধারণা তুমি একটু মজা করতে চেয়েছিলে ; সব্বাইকে একটু কাতুকুতু দেওয়া আর কি।"

"ওঃ, এটা কি বললে ! সব্বাইকে হাসানো, বটে ! সত্যি বলছি গানিমার্ড, তোমার কাছে আরও একটু বেশি সুবুদ্ধি আমি আশা করেছিলাম। তুমি কি সত্যি ভাব যে এরকম ছেলেমানুষি বাঁদরামো করে আমি সময় নষ্ট করতে পারি ? এও কি সম্ভব যে অন্য কোনভাবে ব্যারণকে ঘায়েল করতে পারলে তাকে আমি চিঠিটা লিখতাম ? এটা বুঝতে চেষ্টা কর যে টিকিটটাই হচ্ছে অপরিহার্য সূত্রপাত গোটা ব্যাপারটাকে চালাবার মূল স্প্রিং। তাহলে শোন, আমি পর পর বলে যাচ্ছি ; তোমার যদি ইচ্ছা হয় সেগুলিকে একত্র করে মালাকুইস: চুরির ঘটনাকে তৈরি করে নাও।"

"খুব ভাল কথা।"

"এবার শোন মন দিয়ে। আমাকে কাজ করতে হবে একটা দুর্ভেদ্য ও কড়া পাহারায় ঘিরে-রাখা দুর্গকে সামনে রেখে...দুর্গটা দুষ্প্রবেশ্য বলেই কি আমি খেলাটা ছেড়ে দেব আর যে সব মূল্যবান

www.BanglaBook.org

জিনিসের উপর আমার এত লোভ সেগুলোকে হাতছাড়া করব ?"

"তা তো নয়ই।"

"পুরনো কালের মত একদল দুঃসাহসী মানুষকে সঙ্গে নিয়ে দুর্গটা আক্রমণ করব ?"

"সেটা তো ছেলেমানুষি হবে।"

"তাহলে কি চোরের মত সেখানে ঢুকব ?"

"অসম্ভব।"

"তাহলে তো আর মাত্র একটি পথই বাকি রইল—উক্ত দুর্গের মালিক যদি নিজে থেকেই আমাকে সেখানে যাবার আমন্ত্রণ জানায়।"

"ফন্দিটা একেবারে মৌলিক।"

"অথচ কত সহজ! ধরা যাক, একদিন সেই মালিক একটা চিঠি পেল যাতে তাকে সতর্ক করে দেওয়া হল যে আর্সেন লুপিন নামক এক কুখ্যাত চোর তার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র পাকিয়েছে। দুর্গের মালিক তখন কি করবে ?"

"চিঠিটা লোক-শাসকের কাছে পাঠিয়ে দেবে।"

"আর তিনিও হেসে লুটিপাটি হবেন, কারণ উক্ত লুপিন তখন কারাগারে বন্দী। তার স্বাভাবিক ফলই হবে সেই ভাগ্যবান মানুষটি একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়বে এবং প্রথম যাকে কাছে পাবে তার সাহায্যের জন্যই উৎগ্রীব হয়ে পড়বে। ঠিক বলেছি কি না ?"

www.BanglaBook.org

"একেবারে ঠিক।"

"আর কোন স্থানীয় পত্রিকায় যদি সে পড়ে যে একজন বিখ্যাত গোয়েন্দা কাছাকাছি কোথাও আছে…?"

"তখনই সে সেখানে চলে যাবে এবং গোয়েন্দাকে অনুরোধ করবে।"

"ঠিক বলেছ। কিন্তু অপর দিকে, আরও ধরে নেওয়া যাক, এই অনিবার্য পদক্ষেপটা আগে থেকেই বুঝে নিয়ে আর্সেন লুপিন তার একজন করিৎকর্মা বন্ধুকে কদেবেক-এ পাঠিয়ে দিল স্থানীয় সংবাদপত্র 'রেভিল'-এর একজন প্রতিবেদকের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে—এখানে স্মরণ রাখবে যে ব্যারণ নিজেও সেই সংবাদপত্রটার গ্রাহক—তাকে আকারে-ইঙ্গিতে জানিয়ে দেবে যে সেই হচ্ছে বিখ্যাত গোয়েন্দা অমুক-চন্দ্র-তমুক। তারপর কি ঘটতে পারে ?

"প্রতিবেদক 'রেভিল'-এর জন্য একটি অনুচ্ছেদ লিখে পাঠিয়ে জানিয়ে দেবে গোয়েন্দাপ্রবর কদেবেক-এই বাস করছে।"

"ঠিক ; এবং দুটোর যে কোন একটা ঘটবে : হয় মাছটা—অর্থাৎ কাহর্ণ টোপটা গিলবে না, আর তাহলে কিছুই ঘটবে না ; অথবা—আর সেই সম্ভাবনাটাই অধিক—সে টোপটা ঠোকরাবে, আর সেক্ষেত্রে আমাদের প্রিয় বন্ধু কোহর্ণ এসে আমারই এক বন্ধুর কাছে সাহায্য ভিক্ষা করবে আমার বিরুদ্ধেই লড়তে!"

www.BanglaBook.org

ব্যাপারটা ক্রমেই আরো বেশি মৌলিক হয়ে উঠছে।"

"অবশ্যই নকল গোয়েন্দাটি প্রথমে আপত্তি জানাবে। তারপরই আর্সেন লুপিনের একটা টেলিগ্রাম। ব্যারণের হতাশা আরও বাড়বে, আমার বন্ধুটিকে আরও অনুনয়-বিনয় শুরু করবে আর তাকেই নিজের নিরাপত্তা রক্ষার ভার নেবার প্রস্তাব করবে। আমার বন্ধুটি এবার প্রস্তাব গ্রহণ করবে এবং দলের দুই ছোকরাকে নিয়ে এসে হাজির হবে। তারপর রাত হলে ব্যারণের রাণকর্তাটি যখন তাকে চোখে চোখে রাখবে সেই অবসরে ঐ দুই ছোকরা কিছু সংখ্যক জিনিস জানালা দিয়ে দুর্গ থেকে সরিয়ে এনে দড়ি বেঁধে নিচের একটা ভাড়া-করা বজরাতে নামিয়ে দেবে।...এটা তো...লুপিনের মতই সরল ব্যাপার।"

"কী আশ্চর্য!" গানিমার্ড চেঁচিয়ে বলল। "এই ফন্দিটার দুঃসাহসিকতা এবং তার খুঁটিনাটি কূট-কৌশলের প্রশংসা করবার মত ভাষা আমার নেই। কিন্তু আমি তো কল্পনাই করতে পারছি না যে কে সেই বিখ্যাত গোয়েন্দা যার নাম শুনেই ব্যারণ এতটা আকৃষ্ট ও প্রভাবিত হয়েছিলেন।"

"সে রকম একমেবাদ্বিতীয়ম্ গোয়েন্দা মাত্র একজনই আছে।"

"কে?"

"সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান, গোয়েন্দা আর্সেন লুপিনের চিরশত্রু ইন্সপেক্টর গানিমার্ড স্বয়ং।"

"সে কি—আমি?"

"স্বয়ং তুমি গানিমার্ড। সারা গল্পের মধ্যে এইটুকুই তো মজার অংশ: তুমি যদি সেখানে চলে যাও এবং ব্যারণ যদি তোমার সঙ্গে কথা বলতে রাজী হন, তাহলে দেখবে শেষ পর্যন্ত নিজেকে গ্রেপ্তার করাই হবে তোমার কর্তব্য, ঠিক যে রকম আমেরিকাতে তুমি গ্রেপ্তার করেছিলে আমাকে। একটা হাস্যকর প্রতিশোধ, কি বল? গানিমার্ডকে গ্রেপ্তার করাব।"

আর্সেন লুপিন হো-হো করে হেসে উঠল; সে হাসি আর থামে না; আর ইন্সপেক্টর বিরক্তিতে ঠোঁট কামড়াতে লাগল। ঠাট্টাটা তার কাছে খুব উপাদেয় মনে হল না।

একটি পাহারাদার ঘরে ঢোকায় সে নিজেকে সামলে নেবার সময়টা পেল। বিশেষ ব্যবস্থা হিসাবে আর্সেন লুপিনকেই অনুমতি দেওয়া হয়েছিল কাছাকাছি রেস্টুরেন্ট থেকে সে খাবার আনতে পারবে; পাহারাদার সেই খাবারটাই এনেছে। খাবারের ট্রেটা টেবিলের উপর রেখে সে বেরিয়ে গেল। আর্সেন খেতে বসল। রুটি কেটে দু'এক টুকরো মুখে দিয়ে বলতে লাগল:

"প্রিয় গানিমার্ড, তুমি শান্ত হও; তোমাকে যেতে হবে না। আমি তোমাকে এমন কিছু বলতে চাই যা শুনলে তুমি বোবা হয়ে যাবে। কারণ মামলাটা শিগগিরই তুলে নেওয়া হচ্ছে।"

"কি?"

"আমি বলেছি যে তুলে নেওয়া হচ্ছে।"

"ননসেন্স। এইমাত্র আমি চিফ-এর কাছ থেকে এসেছি।"

"তারপর? মঁসিয়ে দুদো কি আমার চাইতে বেশি জানেন? আমার কাছ থেকেই শোন,

www.BanglaBook.org

গানিমার্ড মাফ কর—নকল গানিমার্ড ব্যারণ কোহর্ণের কাছে বেশ সদ্ভাবেই ছিল। ব্যারণ ব্যাপারটা চাপা দেবার স্বপক্ষে এটাই তার প্রধান কারণ—তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন যে সে আমার সঙ্গে একটা সূক্ষ্ম লেন-দেনের ব্যাপারে জড়িত ছিল ; মোটামুটি বর্তমানে এটা খুবই সম্ভব যে কিছু অর্থের বিনিময়ে ব্যারণ তার প্রিয় খুঁটিনাটি জিনিসগুলো ফেরৎ পেয়ে গেছেন, আর পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে তিনি তার অভিযোগটি তুলে নেবেন। কাজেই চুরির কোন প্রশ্নই আর থাকছে না। আর সেই হেতু লোক-প্রশাসককেও ছেড়ে দিতে হবে··· "

বিস্ময়-বিহ্বল ভঙ্গিতে গানিমার্ড বন্দীর দিকে তাকাল।

"কিন্তু এসব কথা তুমি জানলে কেমন করে ?"

"এইমাত্র আমি প্রত্যাশিত টেলিগ্রামটা পেয়েছি।"

"এইমাত্র তুমি একটা টেলিগ্রাম পেয়েছ ?"

"এই মুহূর্তে বন্ধু। ভদ্রতার খাতিরে আমি সেটা তোমার সামনে পড়ি নি। কিন্তু তুমি যদি অনুমতি কর···"

"তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ লুপিন।"

"বন্ধু হে, দয়া করে খুব আস্তে ঐ ডিমটার উপরের দিকটা কেটে ফেল। তাহলে নিজের চোখেই দেখতে পাবে আমি তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করছি না।"

গানিমার্ড যন্ত্রের মত তার নির্দেশ পালন করল ; ছুরির ফলা দিয়ে ডিমটাকে কাটল। তার মুখ থেকে একটা সবিস্ময় চীৎকার বেরিয়ে এল। নীল কাগজের একটা তা ছাড়া ডিমের খোলাটার ভিতর আর কিছুই ছিল না। আর্সেন-এর অনুরোধে চিঠিটার ভাঁজ খুলল। একটা টেলিগ্রাম, বরং বলা যায় টেলিগ্রামের একটা অংশ ; তা থেকে ডাকঘরের চিহ্নগুলো তুলে ফেলা হয়েছে। সে পড়ল :

"ব্যবস্থা পাকা। এক লাখ দেওয়া হয়েছে, মাল পাওয়া গেছে। সব ঠিক আছে।"

"এক লাখ দেওয়া হয়ে গেছে ?" সে কথাগুলি উচ্চারণ করল।

"হ্যাঁ, এক লাখ ফ্রাঁ। অর্থটা বেশি নয়, তবে সময়টা তো খারাপ···আমার নিজস্ব খরচও খুব বেশি ! আমার বাজেটের অঙ্কটা যদি জানতে ···যে কোন বড় শহরের বাজেটের মত !"

গানিমার্ড যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল। তার মনের বিরস ভাবটা কেটে গেছে। কয়েক মিনিট কি যেন ভাবল ; মনে মনে সমস্ত ব্যাপারটার উপর একবার চোখ বুলিয়ে একটা কোন দুর্বল দিক খুঁজতে চেষ্টা করল। তারপর খোলা মনেই বলে উঠল :

"কপাল ভাল যে তোমাদের মত মানুষ ডজনে-ডজনে জন্মায় না, তাহলে তো আমাদের দোকান-পাট গুটিয়ে ফেলা ছাড়া কোন গত্যন্তর থাকত না।"

আর্সেন লুপিনের মুখে একটা বিনীত গর্বের ভাব ফুটে উঠল। সে উত্তর দিল :

"নিজের খেয়ালেই সময়টা কাটাবার জন্য একটা কিছু করা আমার খুবই দরকার হয়ে পড়েছিল···· বিশেষ করে এ ধরনের একটা 'স্কুপ' আমার জেল-বাসের সময়ে করাই সহজতর ছিল।"

www.BanglaBook.org

"তুমি কি বলতে চাও ?" গানিমার্ড গলাটা তুলে বলল। "তোমার বিচার, আত্মপক্ষ সমর্থন, তোমার জেরা : মজা উপভোগ করতে সেগুলিই কি তোমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না ?"

"না, কারণ আমি স্থির করেছি বিচারের সময় সেখানে উপস্থিত থাকব না।"

"মানে ?"

আর্সেন লুপিন ইচ্ছা করেই কথাটার পুনরাবৃত্তি করল :

"আমার বিচারের সময় আমি সেখানে উপস্থিত থাকব না।"

"সত্যি !"

"সে কি বন্ধু, তুমি নিশ্চয়ই চাও না যে আমি জেলে পচে মরব ? সে কথাটা ভাবাই তো একটা অপমান। আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, আর্সেন লুপিন ঠিক ততদিনই কারাগারে থাকে যতদিন সে থাকা দরকার মনে করে, তার বেশি একটা মুহূর্তও নয়।"

ইন্সপেক্টর ব্যঙ্গের সুরে বলল, "কারাগারে একেবারে না ঢুকলেই তো আরও বেশি বুদ্ধিমানের কাজ হত।"

"আরে মশায়, তুমিও আমাকে ব্যঙ্গ করছ ? আমাকে গ্রেপ্তার করার সম্মানটা যে তোমারই প্রাপ্য সে কথাটা কি তোমার মনে পড়ে ? তাহলে আমার কাছ থেকেই জেনে নাও যে আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু, সেই সংকট-মুহূর্তে অন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে যদি আমাকে মন দিতে না হত তাহলে তুমি বা অন্য কোন মানুষই আমাকে ধরতে পারত না।"

www.BanglaBook.org

"তুমি আমাকে অবাক করলে।"

"একটি নারীর নজর আমার উপর পড়েছিল গানিমার্ড, আর সেই নারীকে আমি ভালবাসতাম। একটি নারী যখন কাউকে ভালবেসে তার দিকে দৃষ্টি ফেরায় তখন তার অর্থটা যে কি দাঁড়ায় তা কি তুমি জান ? আরও জেনে রাখ, আরও কিছু কাজেও আমি ব্যস্ত ছিলাম। আর তাই আমাকে এখানে আসতে হল।"

"যদি অনুমতি দাও তো আমিও বলি, তুমি কিন্তু অনেকদিন এখানে আছ।"

"সেটা আমি ভুলে যেতেই চেয়েছিলাম। হেসো না : সে অভিযানটি ছিল বড়ই মনোরম, এখনও সেটা আমার কাছে একটা মধুর স্মৃতি হয়েই আছে।...তাছাড়া, আমার কিছুটা স্নায়বিক দুর্বলতাও ঘটেছিল। ইদানিং এত বেশি উত্তেজনার ভিতর দিয়ে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছি যে কি বলব ! মাঝে মাঝে কিছুটা বিশ্রাম-সুখেরও খুবই দরকার হয়ে পড়ে। আর তার জন্য কারাগারের মত জায়গা আর হয় না। একবার সাঁ-তে ঢুকতে পারলে সব চিন্তা-ভাবনা দূর হয়ে যায়।"

গানিমার্ড বলল, "আর্সেন লুপিন, তুমি আমাকে পরিহাস করছ।"

লুপিন উত্তর দিল, "গানিমার্ড, আজ শুক্রবার। পরের বুধবার বিকেল পাঁচটার সময় আমি রু পার্গোলেস-এ যাব এবং তোমার সঙ্গে বসে একটা চুরুট খাব।"

আর্সেন লুপিন, "আমিও তোমার অপেক্ষায় থাকব।"

www.BanglaBook.org

তারা এমন দুই বন্ধুর মত করমর্দন করল যারা পরস্পরের গুরুত্ব ঠিকমত বোঝে ; তারপর প্রবীণ গোয়েন্দাটি দরজার দিকে পা বাড়াল।

"গানিমার্ড।"

গানিমার্ড ফিরে তাকাল :

কি হল ?"

"গানিমার্ড তোমার ঘড়িটা ভুলে গেছ।"

"আমার ঘড়ি ?"

"হ্যাঁ এইমাত্র সেটাকে আমার পকেটে দেখতে পেলাম।"

ক্ষমাপ্রার্থনাসহ আর্সেন সেটা ফেরৎ দিল :

"আমাকে ক্ষমা কর অভ্যাসটাই খারাপ হয়ে গেছে···তারা আমার ঘড়িটা নিয়েছে, কিন্তু তাই বলে আমি তোমারটা হাতিয়ে নেব এটা তো ঠিক নয়। বিশেষ করে এখানে আমার একটা ক্রোনোমিটার আছে যেটা সঠিক সময় রাখে এবং আমার সব প্রয়োজন মেটাতে পারে।"

সে দরজাটা টেনে একটা বড়, পুরু, সুদৃশ্য সোনার ঘড়ি বের করল—সেটা আবার ভারী চেনের সঙ্গে ঝোলানো।

"আর এটা কার পকেট থেকে এল ? গানিমার্ড শুধাল।

আর্সেন লুপিন হেলাভরে আদ্য অক্ষরগুলির দিকে তাকিয়ে বলল :

জে বি···এ দুটো কোন নামের আদ্য অক্ষর ? ওহো, হ্যাঁ, মনে পড়েছে : জুলে বোভিয়ের, আমার বিচারক ম্যাজিস্ট্রেট, চমৎকার মানুষ···"

www.BanglaBook.org